صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর ইলমে গাইব

ম'রাজের সফর এবং হুযুর

20-Apr-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ওবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করি, আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য কতটুকু সময় নির্ধারন করবো?" ইরশাদ করলেন: "যতটুকু ইচ্ছা নির্ধারন করে নাও।" আমি আরয করলাম: "চতুর্থাংশ?" ইরশাদ করলেন: "যতটুকু ইচ্ছা নির্ধারন করে নাও, তবে যদি তুমি বেশী সময় দরূদে পাক পড়ো তবে তোমার জন্য উত্তম।" আমি আরয করলাম: "অর্ধেক?" ইরশাদ করলেন: "যতটুকু ইচ্ছা নির্ধারন করে নাও, যদি বেশী সময় পড়ো তবে উত্তম।" আরয করলাম: "আমি সম্পূর্ণ সময়ই আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবো।" ইরশাদ করলেন: "তবে তো এই আমল তোমার দুঃখকে দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে আর তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমার মাধ্যম হবে।"

(মুস্তাদরিক, কিতাবুত তাফসীর, বাবু আকসার ওয়া আলাইয়াস সালাত..., ৩/১৯৮, হাদীস নং-৩৬৩১)

বেটতে, উঠতে, জাগতে, সুতে, হো ইলাহী মেরা শিয়ার দরূদ।
রুয়ে আনওয়ার পে নূর বার সালাম, যুলফে আতহার পে মুশকবার দরূদ।
উস মেহেক পে শামিম বেয সালাম, উস চমক পে ফরোগ বার দরূদ।
উন কে হার জলওয়া পর হাজার সালাম, উনকে হার লামআ পর হাজার দরূদ।
ছর সে পা তক করোড় বার সালাম, অউর সারাপা পে বেশুমার দরূদ।

(যওকে নাত, ৮৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইসলামী মাসের মধ্যে সপ্তম বরকতময় মাস রজবুল মুরাজ্জব তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে। এটি সেই মহান মাস, যাতে **মেরাজের রাতের দুলহা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মে'রাজের মহান মুজিযা প্রকাশ পেয়েছিলো। এই মোবারক সফরের পরিপূর্ণ অবস্থা ও ঘটনাবলী হাদীসে মোবারক ও পবিত্র জীবনীর কিতাবে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরাও **সাহিবে মে'রাজ, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় আলোচনা করে উপকৃত হওয়ার জন্য মে'রাজ শরীফের ঈমান তাজাকারী আলোচনা এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইবের (অদৃশ্যের জ্ঞান) শান ও শওকত সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

www.dawateislami.net

আসুন! প্রথমে খলিফায়ে আলা হযরত, মাদ্দাহুল হাবীব, হযরত মাওলানা সূফী মুহাম্মদ জামিলুর রহমান খাঁন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর লিখিত শবে মে'রাজের বরকতে ভরপুর খুবই প্রসিদ্ধ কালামের কয়েকটি লাইন শ্রবন করি:

পরদা রূখে আনওয়ার সে জু উঠা শবে মে'রাজ
জান্নাত কা হুয়া রং দো বালা শবে মে'রাজ।
এ্যয় রহমতে আলম তেরী রহমত কে তাসাদ্দুক
হার এক নে পা'য়া তেরা সদকা শবে মে'রাজ।
জিস ওয়াক্ত চলি শাহে মদীনা কি সুয়ারী
সিজদে মে ঝুঁকা আরশে মুয়াল্লা শবে মে'রাজ।
ইয়ে শানে জালালত কেহ নিহায়াত হি আদব সে
জিব্রিল নে আক্বা কো জাগায়া শবে মে'রাজ।
দুলহা থে মুহাম্মদ তো বরাতে থে ফেরেশতে
ইস শান সে পৌঁহছে মেরে মাওলা শবে মে'রাজ।
মুমকিন হি নেহী আকলে দো আলম কি রাসায়ী
এ্যয়সা দিয়া আল্লাহ্ নে রুতবা শবে মে'রাজ।
উস মে ছে জমিলে রযবী কো ভি আতা হো
রহমত কা বাটা খাস জু হিস্সা শবে মে'রাজ।

(কাবালায়ে বখশীশ, ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মে'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা"** এর ৭৩২ পৃষ্ঠায় শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মে'রাজের রাতে **সরওয়ারে কায়েনাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘরের ছাদ খুলে গেল এবং হঠাৎ হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কয়েকজন ফিরিশতাকে নিয়ে অবতীর্ণ হলেন, আর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কাবার হেরেমে নিয়ে গিয়ে **তাঁর** বক্ষ মোবারক বিদীর্ন করেন এবং নূরানী কলবকে বের করে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেন, অতঃপর ঈমান ও প্রজ্ঞায় পূর্ন একটি পাত্র **তাঁর** বুকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে পেট মোবারককে পূর্বের ন্যায় করে দিলেন। অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বোরাকে আরোহন করে বাইতুল মাকাদ্দাস তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ঈমান তাজাকারী ঘঠনার অবতারনা করতে গিয়ে তাঁরই কালামে লিখেন:

কোরবান মে শান ও আযমত পর,
সোয়ে হে চেন সে বিস্তর পর,
জিব্রিলে আমী হাজির হো কর,
মে'রাজ কা মুছদা শুনাতে হে।
জিব্রিলে আমীন বোরাক লিয়ে,
জান্নাত সে যমীন পর আ'পৌঁহছে,
বা'রাত ফিরিশতোঁ কি আয়ি,
মে'রাজ কো দুলহা জাতে হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৬-২৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বোরাকের গতির অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তার কদম সেখানেই পড়তো যেখানে তার দৃষ্টি সীমা শেষ হতো। বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছেই বোরাককে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই অংশে বাঁধলেন, যেখানে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজেদের বাহনকে বাঁধতেন ছিলেন, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকল আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিয়ে দু'রাকাত নফল নামায জামাআত সহকারে পড়ান। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৩২-৭৩৩ পৃষ্ঠা)

আকসা মে সুয়ারী যব পৌঁহছি, জিব্রিল নে বাড় কর কাঁহি তাকবীর,
নবীয়োঁ কি ইমামত আব বাড় কর, সুলতানে জাহাঁ ফরমাতে হে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাৎ

বাইতুল মুকাদ্দাস হতে যখন বের হলেন, তখন হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) অমৃত সূরা এবং দুধের দু'টি পাত্র **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে পেশ করলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুধের পাত্র উঠিয়ে নিলেন। এটা দেখে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আপনি সত্যতাকে পছন্দ করেছেন, যদি আপনি শরাব নিতেন তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাথে নিয়ে আকাশে চড়লেন, প্রথম আসমানে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام, দ্বিতীয় আসমানে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া ও হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ হলো এবং কিছু আলাপচারিতাও হলো, তৃতীয় আসমানে হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام, চতুর্থ আসমানে হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام এবং পঞ্চম আসমানে হযরত সায়্যিদুনা হারূন عَلَيْهِ السَّلَام, ষষ্ট আসমানে হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সাক্ষাৎ হলো এবং সপ্তম আসমানে পৌঁছলে সেখানে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তিনি (ফিরিশতাদের কিবলা) বাইতুল মামুরের সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, যাতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করে। সাক্ষাতের সময় সকল পায়গম্বরই **"সুস্বাগতম! হে পূন্যবান পায়গম্বর"** বলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্ভাষন জানান। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জান্নাতে ভ্রমন করানো হলো। এরপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন। এই গাছে যখন **আল্লাহ্ তাআলা**র নূরের বর্ষন হলো তখন হঠাৎই এটির আকৃতি পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং রং-বেরঙের আলোর এমন আলোক রশ্মি পরিলক্ষিত হলো যে, যার অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এখানে পৌঁছেই হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এই বলে দাঁড়িয়ে গেলেন যে, এবার আর সামনে আমি অগ্রসর হতে পারবো না।

জিব্রিল ঠেহের কর সিদরা পর, বোলে জু বাড়ে হাম এক কদম,
জ্বল জায়েঙ্গে সারে বালো পর, আব হাম তো এহি রেহ জাতেহে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরশ বরং আরশেরও উপরে যতটুকু **আল্লাহ্ তাআলা** চেয়েছেন ডেকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ধন্য করেছেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৩৩-৭৩৪ পৃষ্ঠা)

কোরআনে করীমে এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: যেমনিভাবে, পারা ২৭ সূরা নাজম এর ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝

(পারা ২৭, সূরা নাজম, আয়াত ৮,৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর ঐ জ্যোতি নিকটবর্তী হলো। অতঃপর খুব নেমে আসলো। অতঃপর ঐ জ্যোতি ও এ মাহবুবের মধ্যে দু'হাতের ব্যবধান রইলো; বরং তদপেক্ষাও কম।

অতঃপর সেখানে কি হলো, তা আমাদের জ্ঞানের উর্ধ্বে। অতঃপর যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলা**র দীদার দ্বারা ধন্য হলেন এবং ভালভাবে ভ্রমন সম্পন্ন করে **আল্লাহ্ তাআলা**র উজ্জল নিদর্শন নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষন করে আসমান থেকে জমিনে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে বোরাকে আরোহন করে মক্কায়ে মুকাররমার জন্য রওয়ানা হলেন, তখন পথে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কায়ে মুকাররমার সকল বিশ্রামস্থল এবং কুরাইশের কাফেলাদেরও দেখলেন। এই সম্পূর্ন ধাপগুলো অতিক্রম করার পর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে হারামে পৌঁছলেন, যেহেতু রাতের এখনো বড় অংশ বাকী ছিলো, তাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুয়ে পড়লেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৩৫পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

খোদা কি কুদরত কেহ চাঁন্দ হক কে, করোড়োঁ মঞ্জিল মে জলওয়া কর কে,
আভী না তারোঁ কি ছাওঁ বদলি, কেহ নূর কে তড়কে আ'লিয়ে থে।
(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ

অর্থাৎ খোদার শান দেখুন যে, **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামান্য সময়েই কোটি কোটি মঞ্জিল দূরত্বে নিজের জলওয়া দেখিয়ে ফিরেও আসলেন, অথচ এখনো নক্ষত্র সেভাবেই উজ্জল ছিলো, তাদের ছায়াও পরিবর্তীত হয়নি। (শরহে কালামে রযা, ৬৯৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্র অনুগ্রহ	মারহাবা	মে'রাজের মহত্ব	মারহাবা
বোরাকের সৌভাগ্য	মারহাবা	বোরাকের দ্রুততা	মারহাবা
আকসার শওকত	মারহাবা	নবীদের ইমামত	মারহাবা
আক্বার মহত্ব	মারহাবা	আকাশের ভ্রমন	মারহাবা
লা-মকানের মালিকের মহত্ব	মারহাবা	নবুয়তের ঝর্ণা	মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাবীবে কিবরীয়া, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকালে যখন কুরাইশদের সামনে রাতের মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন তারা খুবই আশ্চার্য হলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ মিথ্যুক প্রমাণের জন্য পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করা শুরু করলো।

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সেই প্রশ্নগুলো অহেতুক ছিলো। যেমন; বাইতুল মুকাদ্দাসে স্তম্ভ কয়টি, সিড়ি কয়টি, মিম্বর কোন দিকে। আসলে তো এই বিষয়গুলো বারবার দেখার পরও মনে থাকে না, তবে একবার দেখে কিভাবে মনে থাকতে পারে। কাফেররা বললো যে, আরশ ও কুরসীর কথা যা আপনি বর্ণনা করছেন, তা তো আমরা জানি না, বাইতুল মুকাদ্দাস তো আমরা দেখেছি, সেখানকার নিদর্শন গুলো আমাদেরকে বলুন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৫৯) (সুতরাং বাইতুল মুকাদ্দাসের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হলে) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ হলেন। কেননা, যদিওবা **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে দৃষ্টি দেননি,

www.dawateislami.net

এবং সেই রাতও ছিলো অন্ধকারময়। **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলে তিনি নিজের ডানায় বাইতুল মুকাদ্দাসকে উঠিয়ে নিলেন এবং মক্কায়ে মুকাররমায় হযরত আকিল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঘরের পাশে রেখে দিলেন, **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা দেখতেন আর তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। (মনে রাখবেন যে) বাইতুল মুকাদ্দাসকে উঠিয়ে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান খেদমতে উপস্থিত করাও **তাঁর** মুজিযা ছিলো, যেমনিভাবে বিলকিসের সিংহাসন (উঠিয়ে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে উপস্থিত করা) হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর মুজিযা ছিলো। (সীরাতে সায়্যিদুল আম্বিয়া, ১৩১ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! **মেরাজ রাতের দুলহা, সায়্যিদুল আম্বিয়া, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শান ও শওকত কিরূপ উচ্চ ও সমুন্নত যে, যেখানে **রব্বে কায়েনাত আল্লাহ্ তাআলা** রজবুল মুরাজ্জবের ২৭তম রাতে খুব কম সময়ে নিজের মহান নিদর্শন দেখাতে জান্নাতি বোরাকে আরোহন করিয়েছেন, মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা এবং সেখান থেকে সকল আকাশে ডেকে নিয়ে বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং ফিরিশতাদের সামনে নিজের **প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্ব প্রকাশ করেছেন, নামাযের উপহার প্রদান করেছেন এবং সবচেয়ে বড় হলো যে, নিজের দীদার দ্বারাও ধন্য করেছেন আর কোন মাধ্যম ছাড়াই কথা বলার সৌভাগ্য দান করেছেন।

ইয়ে শাহ নে পায়ী সা'আদত হে, খালিক নে আতা কি যিয়ারত হে,
যব ইক তাজাল্লি পড়তি হে, মূসা তো গাশ খা জাতে হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর **আল্লাহ্ তাআলার** দীদার হওয়া এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে কথা বলা সম্পর্কে হাদীসে পাক শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

আমি সবকিছু চিনে নিয়েছি

হযরত সায়্যিদুনা মুআয বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি আমার **রব তাআলা**কে দেখেছি, **তিনি তাঁর** কুদরতের হাত আমার দু'কাঁধের মধ্যখানে রাখেন, আমার বুকে এর শীতলতা অনূভব হয়েছিলো, সেই সময় সবকিছুই আমার সামনে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিলো এবং আমি সব কিছুই চিনে নিয়েছি।

(তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়ামান সূরাতু স'দ, ৫/১৬০, হাদীস নং-৩২৪৬)

হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি আমার **রব তাআলা**কে উত্তম আকৃতিতে দেখেছি। (অর্থাৎ সে সময় আমার নিজের আকৃতি অনেক ভাল ছিলো **আল্লাহ্ তাআলা**র নয়, যেমন বলা হয় যে, আমি ভাল কাপড় পরিধান করে বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করলাম, অর্থাৎ সাক্ষাতের সময় আমার পোশাক ভাল ছিলো, **আল্লাহ্ তাআলা** আকৃতি থেকে পবিত্র। মনে রাখবেন! **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আমাদের নিকট আসাটা হলো মানবীয় আকৃতিতে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে সাক্ষাৎ করা নূরী আকৃতিতে। মানুষের ঘরের পোশাক এক ধরনের হয় আর আদালতের অন্য, এটি সম্ভবত মে'রাজের ঘটনার আলোচনা। অনেকে স্বপ্নে দীদারের কথা বলেছেন কিন্তু প্রথমটি অত্যধিক সঠিক। সত্য তো এটাই যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কপালের চোখেই **রব (আল্লাহ্) তাআলা**র দীদার করেছেন) **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তাআলা** (আমাকে) জিজ্ঞাসা করেছেন যে, নৈকট্যশীল ফিরিশতা কোন বিষয়ে ঝগড়া করে? (অর্থাৎ সেটা কোন আমল, যেটা নিয়ে যাওয়া এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে পেশ করার জন্য ফিরিশতারা ঝগড়া করে, একজন বলে আমি নিয়ে যাবো এবং অপরজন বলে আমি) আমি আরয করলাম: **মাওলা** তুমিই জানো। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** নিজের কুদরতের হাত আমার দু'কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার বুকে অনুভব করেছি। (অর্থাৎ **রব তাআলা তাঁর** রহমতের হাত আমার পিঠে রাখলেন এবং এর ফয়য আমার বুক ও অন্তরে পৌঁছলো) তখন আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, তা আমি জেনে গেলাম।

(দারামী, কিতাবুর রু'ইয়া, বাব ফি রু'ইয়া..., ২/১৭০। মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৪৬)

www.dawateislami.net

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীস **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যাপক ও প্রশস্ত জ্ঞানের প্রকাশ্য দলীল, **রব তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাত আসমান বরং উপরের সকল কিছু এবং সাত জমিনের ও তারও নীচের কণা কণা আর বিন্দু বিন্দুর জ্ঞান দান করেছেন। মনে রাখবেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হাবীবকে** অতীত, বর্তমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংগঠিত হওয়া সকল কিছুর জ্ঞান প্রদান করেছেন। কেননা, জমিনে মানুষের আমল এবং আসমানে তাদের আমলের জন্য ফিরিশতাদের এই ঝগড়া কিয়ামত পর্যন্ত হতেই থাকবে, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আজ স্বচক্ষে দেখছেন। এই হাদীসের সমর্থন কোরআনের অনেক আয়াতই করছে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৪৬)**

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"ফতোওয়ায়ে রযবীয়া"**য় বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে ও হচ্ছে এবং যা কিছু হবে এক এক কণার বিস্তারিত জ্ঞান আপন **হাবীবে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করেছেন, হাজার অন্ধকারের মাঝেও যে কণা বা বালির দানা রয়েছে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাও জ্ঞাত, এবং শুধু জ্ঞান নয় বরং পুরো দুনিয়া জুড়ে এবং যা কিছু কিয়ামত পর্যন্ত হবে, সব কিছুই দেখছেন, যেমনিভাবে নিজের হাতের তালুকে, আসমান ও জমিনের কোন কণাই **তাঁর** দৃষ্টির বাইরে নয় বরং এই যা কিছু আলোচনা করা হলো তার জ্ঞান সমৃদ্ধ সমুদ্রে একটি ছোট নদী রয়েছে, নিজের সকল উম্মতকে এর চেয়ে বেশী চেনেন যেমনটি মানুষ তার পাশে উপবিষ্টদের চেনেন, এবং শুধু চেনেন না বরং তার এক একটি আমল, এক একটি নড়াচড়াও দেখছেন, অন্তরে যে ভাব উদয় হয় তাও অবগত এবং **তাঁর** জ্ঞানের সেই সকল সমুদ্র এবং সকল সৃষ্টির জ্ঞানের সমষ্টি মিলে **আল্লাহ্ তাআলার** জ্ঞানের মাঝে সেই মর্যাদা রাখে না, যা এক কণা থেকে এক বিন্দুর মতো কোটি সমুদ্র থেকে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৭৪)**

ছারে আরশ পর তেরী গুযার, দিলে ফরশ পর হে তেরী নযর,
মালাকুত ও মুলক মে কোয়ী শে, নেহী ওহ জু তুঝ পে ইয়াঁ নেহী।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরশের উপরও আপনার আসা যাওয়া এবং জমিনেও আপনার স্বগর্ব দৃষ্টি, আসমান ও জমিনের কোন বিষয়ই আপনার থেকে লুকায়িত নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা, দু'জাহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে মক্কার মুশরীকদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসীত সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলেন তখন যেহেতু তারা **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান মুজিযার প্রতি ঈমান আনয়নের পরিবর্তে তা জ্ঞান দ্বারা পরখ করছিলো বরং নিজেদের আক্রোশ ও দ্বন্ধের কারণে এই মহান মুজিযাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে জোর প্রচেষ্টা করছিলো, সুতরাং বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শন জিজ্ঞাসা করা এবং এ সম্পর্কে মুখের উপর বলে দেয়ার পরও নিজেদের গোড়ামীতে অবিচল রইলো এবং পরীক্ষামূলক সেই কাফেলা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো যা মক্কা মুকাররমা থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার দিকে গমন করেছিলো।

কুরাইশের কাফেররা বললো: আপনি আমাদেরকে কাফেলা সম্পর্কে বলুন যে, পথে কি সেই কাফেলার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে? **অদৃশ্যের সংবাদদাতা আক্বা, মিরাজের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রুহা নামক স্থানে আমার গমন অমুক গোত্রের কাফেলার নিকট দিয়ে হলো, তাদের উট হারিয়ে গেলো এবং তারা তা খুঁজছিলো, আমি তাদের পড়ে থাকা মালামালের দিকে এলে দেখলাম সেখানে কেউ ছিলো না, পানির একটি পাত্র সেখানে রাখা ছিলো, আমি তা পান করে নিলাম এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। (অতঃপর **অদৃশ্যের সংবাদদাতা প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:) সেই কাফেলা বুধবারে সূর্য ডুবার পূর্বেই এখানে পৌঁছে যাবে। অতঃপর তোমরা তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিও যে, যখন তাদের হারানো উট খুঁজে ফিরে আসলো, তখন তারা তাদের পানি ভর্তি পাত্র খালি পেলো কি না? এবং এটাও জিজ্ঞাসা করে নিও যে, যখন তোমরা উটের খুঁজে চিন্তিত ছিলে তখন কি তোমাদেরকে কেউ উচ্চ স্বরে বললো যে, তোমাদের উট অমুক

www.dawateislami.net

জায়গায় রয়েছে, যে কারণে তোমরা আশ্চার্য হয়ে বললে যে, শাম দেশে (সিরিয়ায়) **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আওয়াজ কিভাবে আসলো? কিন্তু যখন তোমরা এই আওয়াজ অনুযায়ী সেই স্থানে গিয়ে দেখলে তখন তোমরা তোমাদের উট পেয়ে গিয়েছিলে নাকি পাওনি? কুরাইশরা বললে: হ্যাঁ! এটা ঠিক যে, এটি অনেক বড় নিদর্শন।

অতঃপর **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অমুক গোত্রের কাফেলার পাশ দিয়েও আমার গমন হলো, যাদের দু'জন লোক একই উটের উপর আরোহী ছিলো। তাদের উট বোরাকের দ্রুতগতির কারণে ঘাবড়ে গিয়ে পলায়ন করলো যার কারণে তারা দু'জন বাহন থেকে পড়ে গেলো এবং তাদের মধ্যে অমুকের কব্জি ভেঙ্গে গেছে। বুধবারে ঠিক দুপুরের সময় সেই কাফেলা এখানে পৌঁছাবে অতঃপর তোমরা তাদের দুজনের নিকট এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নিও, কুরাইশের কাফেররা বললো: খুবই ভলো, এই নিদর্শনও ঠিক আছে।

অতঃপর **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অমুক গোত্রের কাফেলার পাশ দিয়ে তানঈম নামক স্থানে আমার গমন হলো, সেই কাফেলার অগ্রভাগে একটি খাকি রঙের উট ছিলো, যার উপর ডোরাকাটা দু'টি থলেতে খাদ্যের বোঝা ছিলো এবং একজন হাবশীও এতে আরোহী ছিলো, সেই কাফেলায় অমুকের ঠান্ডা লাগছিলো আর সে নিজের গোলাম থেকে কম্বল চেয়ে নিচ্ছিলো। এই কাফেলা অনেক নিকটে এসে গেছে, সকালে সূর্য উঠার সময়ই এই কাফেলা এখানে পৌঁছে যাবে।

সুতরাং সূর্য উঠার পূর্বে কিছু লোক একটি পাহাড়ের উপর এসে বসে গেলো এবং কাফেলার অপেক্ষা করতে থাকলো, কিছু লোককে সূর্য উঠার অপেক্ষায় নিযুক্ত করা হলো, যেন তারা তা উদিত হওয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে পারে। হঠাৎ সেই নিযুক্ত লোকদের মধ্য হতে একজন চিৎকার করে বললো: নাও! ঐ দেখো! সূর্য উদিত হয়ে গেলো। এমনি সময় কেউ বলে উঠলো: ঐ দেখো কাফেলাও এসে গেছে। দেখা গেলো আসলেই কাফেলার অগ্রভাগে খাকি রঙের একটি উট ছিলো যার উপর ডোরাকাটা দু'টি থলেতে খাদ্যের বোঝা ছিলো।

www.dawateislami.net

এরপর বুধবার দুপুরে কুরাইশের কাফেরদের একটি দল পাহাড়ের উপর বসে সেই কাফেলার আগমনের অপেক্ষায় রইলো, যার আগমনের সংবাদ **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিয়েছিলেন যে, তারা বুধবার দুপুরে এসে পৌঁছাবে। সুতরাং ঠিক দুপুরের সময় দ্বিতীয় কাফেলাটিও পৌঁছে গেলো এবং যে ব্যক্তির পড়ে যাওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছিলো, আসলেই তার কব্জি ভাঙ্গা ছিলো।

এরপর কিছু লোক সেই তৃতীয় কাফেলার অপেক্ষায় বসে রইলো, যাদের আগমনের সময় সূর্যাস্তের সময় বলা হয়েছিলো, সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেলো এবং তখনো পর্যন্ত কাফেলা পৌঁছলো না, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দোয়া করলে দোয়া কবুল হলো এবং সূর্যকে থমকে দেয়া হলো, যখন কাফেলা পৌঁছে গেলো তখন সূর্যও অস্ত গেলো। যখন **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণিত কথাগুলো সম্পর্কে কাফেলা সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তারা সকল কথার সত্যায়ন করলো, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেভাবে ইরশাদ করেছিলেন, একেবারে সেইভাবেই হলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা প্রকাশ হওয়াতে মুশরিকরা লজ্জিত হয়েছিলো কিন্তু ঈমান আনলো না। (তুহফায়ে মে'রাজুন নবী, ৫০৬ পৃষ্ঠা। মাকালাতে কাযেমী, ১/১৫৩। খাচাইচুল কুবরা, ১/৩৬৯-৩৭৫। সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ১৩১ পৃষ্ঠা। সবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৩/৯৩)

বর্ণনাকৃত মে'রাজের ঘটনায় যেখানে আরো অনেক মাদানী ফুল আপন সুগন্ধি বিলিয়ে যাচ্ছে, সেখানে একটি মাদানী ফুল এমনও খুঁজে পাওয়া যায় যে, **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইলমে গাইবের (অদৃশ্যের সংবাদ) মহান দৌলত দ্বারা ধন্য করেছেন, সুতরাং **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মে'রাজের সফর থেকে ফিরার পর মক্কার কাফেররা পরীক্ষামূলক যখন **তাঁর** কাছ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং সেখানকার কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** দানক্রমে তাদের প্রতিটি প্রশ্নের খুবই উত্তমরূপে সঠিক উত্তর ইরশাদ করেন বরং **অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আক্বা, মিরাজের রাতের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কার কাফেরদের ব্যবসায়ী কাফেলার ফিরে আসারও সঠিক সময় বর্ণনা করে দিয়েছেন, অথচ বাইতুল মুকাদ্দাস শরীফে নিয়ে যাওয়ার সত্যতা কাফেলাগুলোর ফিরে আসার সাথে কোন সম্পর্কই ছিলো না অর্থাৎ যদি **প্রিয়**

www.dawateislami.net

আক্বা, মিরাজ রজনীর দুলহা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাফেলা গুলোর ফিরে আসার সময় না বলতেন তবে এর কারণে বাইতুল মুকাদ্দাস শরীফে নিয়ে যাওয়ার প্রতি অভিযোগ করা যেতো না, কিন্তু উৎসর্গীত হোন! **অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি যে, যেই বিষয়ে কাফেরদের সন্দিহান হওয়ার কোন সম্পর্কই ছিলো না, তাও বর্ণনা করে দিলেন, যা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইবের (অদৃশ্যের জ্ঞাতা) অনেক বড় দলীল এবং এটি এমন এক বাস্তবতা যে, যা অস্বীকার করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। কেননা, নবীর কাজই হলো অদৃশ্যে সংবাদ প্রদান করা। যেমনিভাবে-

হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **বাহারে শরীয়াতে** বলেন: আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام অদৃশ্যের সংবাদ দেয়ার জন্যই আসেন। কেননা, জান্নাত ও জাহান্নাম, বিচার, আযাব ও সাওয়াব ইত্যাদি গাইব (অদৃশ্য বিষয়) নয় তো কি...? তাঁদের পদই এরূপ যে, সেই বিষয়ে ইরশাদ করা যা কল্পনায়ও আসে না এবং এরই নাম হচ্ছে গাইব তথা অদৃশ্যের সংবাদ।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৪৬)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা **"কালো গোলাম"** এর ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর পরওয়ারদিগারে**র দানক্রমে আপন গোলামের বয়স সম্পর্কেও অবহিত এবং তাদের সাথে যা কিছু সংগঠিত হবে সে সম্পর্কেও অবহিত। কোরআনে করীমের অনেক আয়াতে মুবারাকায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইবের (অদৃশ্যের জ্ঞান) প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনিভাবে; পারা ৩০ সূরা তাকবীর এর ২৪ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿۲۴﴾

(পারা ৩০, সূরা তাকবীর, আয়াত ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন।

এবং পারা ২৯ সূরা জ্বিন এর ২৬ এবং ২৭ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰى غَیْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(পারা ২৯, সূরা জ্বীন, আয়াত ২৬,২৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না; আপন মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত,

আল্লামা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: মুফাসসীরিনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** বিশেষ রাসূলদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বিশেষ গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান) দ্বারা ধন্য করে থাকেন। আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর যেই অদৃশ্যের জ্ঞান হয়ে থাকে তা আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ওসীলাই এবং ফয়য দ্বারা হয়ে থাকে। **(রুহুল বয়ান, পারা ২৯, জ্বীন, ২৬-২৭, ১০/২০১)**

এমনিভাবে পারা ৪ সূরা আলে ইমরান এর **১৭৯** নং আয়াতে **খোদায়ে রহমান** এর মহান ইরশাদ হচ্ছে:

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِیُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَیْبِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ یَجْتَبِیْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ یَّشَآءُ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহ্**র শান এ নয় যে, হে সর্বসাধারণ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেবেন। তবে **আল্লাহ্** নির্বাচিত করে নেন তার রাসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান ।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে বলেন: **(আল্লাহ্ তাআলা)** সেই মনোনীত রাসূলদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন এবং **সায়্যিদুল আম্বিয়া, হাবীবে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাসূলদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও মহান, এই আয়াত দ্বারা এবং এছাড়াও অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে মুবারাকা দ্বারা প্রমানীত যে, **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন এবং এই অদৃশ্যের জ্ঞানই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মে'রাজ রজনীর দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলা**র দানকৃত জ্ঞানের মাধ্যমে অসংখ্য অদৃশ্যের সংবাদ **তাঁর** প্রিয় সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সামনে বর্ণনা করেন। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

হযরত বিলাল رضی اللہ عنہ এর পদধ্বনি

জান্নাতে ভ্রমনকালে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো পদধ্বনি শুনতে পেলেন, যার সম্পর্কে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলা হলো যে, তিনি হচ্ছেন হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিব ওমর, ২/৪১৮, হাদীস নং-২০৩৭)**

কোরবান হয়ে যান! কেমন শান মুয়াযিযনে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর যে, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার পদধ্বনি জান্নাতে শুনছেন। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর এই মর্যাদা কোন আমলের কারণে অর্জিত হয়েছিলো, আসুন! প্রত্যক্ষ করি:

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, (একবার) **হুযুরে আলি ওয়াকার, মাহবুবে রব্বে গাফ্ফার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফযরের সময় হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: হে বিলাল! আমাকে বলো যে, তুমি ইসলামে এমন কোন আমল করেছো, যার বিনিময়ে সাওয়াবের আশা সবচেয়ে বেশী। কেননা, আমি জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার পদধ্বনি শুনেছি। আরয করলেন: আমি আশাব্যঞ্জক তেমন কোন কাজ করিনি। তবে হ্যাঁ! আমি দিন রাত যখনই ওযু বা গোসল করেছি তবে এমনভাবে নামায পড়েছি যা **আল্লাহ্ তাআলা** আমার অদৃষ্টে রেখেছেন। **(মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, বাবু মান ফাযায়িলে বিলাল, ১০২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৫৮)**

হাদীসের ব্যাখ্যা

হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের একটি অর্থ এটাও বর্ণণা করেন যে, এসব কিছু **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শারীরিক ভাবে মে'রাজে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু এই প্রশ্ন অন্য কোন দিন ফযরের নামাযের পরে ইরশাদ করেছেন। তিনি আরো বলেন: হযরত বিলাল (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগে আগে জান্নাতে যাওয়াটা এমন যে, যেমনটি চাকর বাদশাহের আগে আগে চলে। মনে রাখবেন! মে'রাজের রাতে না তো হযরত বিলাল (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মে'রাজে গিয়েছেন, না তার মে'রাজ হয়েছে বরং **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই রাতে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, যা কিয়ামতের পর হবে। কেননা, সকল সৃষ্টির

www.dawateislami.net

পূর্বেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতে প্রবেশ করবেন এমন ভাবে যে, হযরত বিলাল (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) খাদিমের ভূমিকায় আগে আগে থাকবে। এ থেকে কয়েকটি মাসআলা জানা গেলো ❀ প্রথমত: **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মানুষের পরিনতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, কে জান্নাতী এবং কে জাহান্নামী আর কে কোন স্তরের জান্নাতী এবং কোন স্তরের জাহান্নামী ❀ দ্বিতীয়ত: যে, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান এবং চোখ লাখো বছর পরে সংগঠিত হওয়া ঘটনা শুনে নিতেন এবং দেখে নিতেন, এই ঘটনা সেই তারিখ থেকে অনেক বছর পর হবে কিন্তু উৎসর্গ সেই কানের, যা আজও শুনছেন। ❀ তৃতীয়ত: এটা যে, মানুষ যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করবে, সেই অবস্থায় সেখানে থাকবে, হযরত বিলাল (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) নিজের জীবনে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে অতিবাহিত করেছেন, সেখানেও খাদিম হয়ে উঠবেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩০০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, মিরাজ রজনীর দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** মহান অদৃশ্যের জ্ঞানের মাধ্যমে কিয়ামতের দিন হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পায়ের সৃষ্ট আওয়াজ লাখো বছর পূর্বেই শুনে নিলেন, এমনিভাবে আরো অনেক ঘটনা **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অদৃশ্যের জ্ঞানের শান বর্ণনা করে, আসুন! এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি: যেমনিভাবে-

১. ইরশাদ হচ্ছে: اِنَّ اللهَ زَوٰی لِیَ الْاَرْضَ فَرَاَیْتُ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** জমিনকে আমার জন্য সংকুচিত করে দিয়েছেন, সুতরাং আমি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো অংশ দেখে নিলাম।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতন, বাবু হালাক..., ১১৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৮৮৯)

২. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ্ তাআলা** আমার জন্য পুরো দুনিয়া থেকে পর্দা উঠিয়ে নিয়েছেন, সুতরাং আমি দুনিয়ায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু এতে সংগঠিত হবে, তা এমনভাবে দেখছি, যেমনিভাবে নিজের হাতের তালুকে দেখছি।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবু আলামাতিন নবুয়ত, বাব আখবারুহু বিল মাগিবাত, ৮/৫১০)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: আমার সামনে আমার সকল উম্মতকে মাটির আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেভাবে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সামনে সকল বস্তুকে উপস্থাপন

www.dawateislami.net

করা হয়েছিলো এবং আমাকে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, কে আমার প্রতি ঈমান আনবে আর কে কুফরী করবে, যখন মুনাফিকরা **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই অসাধারণ গুণের বিষয়ে জানলো তবে তারা জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে আপত্তি করে বলতে লাগলো যে, যারা এখনো জন্মও নেয়নি তাদের ঈমান ও কুফর এবং তাদের মধ্যে মুমিন ও কাফিরকে চিনেন অথচ আমরা মুনাফিক ও কাফির তাদের সাথেই থাকি, আমাদের কুফর ও মুনাফেকি সম্পর্কে তো তিনি কিছুই জানেন না, যখন মুনাফিকদের এই আপত্তি **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক কর্ণকুহরে এলো তখন মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে ইরশাদ করেন: সেই লোকেদের কি অবস্থা, যারা আমার জ্ঞান সম্পর্কে আপত্তি করে, (অতঃপর ইরশাদ করেন) তোমরা এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে বিষয়ে জানতে চাও জিজ্ঞাসা করো, আমি তোমাদের বলবো।

(তাফসীরে খাযিন, পারা ৪, আলে ইমরান, ১ নং আয়াতের পাদটিকা, ১৭৯/৩২৮)

৪. হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: একদিন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং **তাঁর** উভয় হাতে কিতাব ছিলো। ইরশাদ করলেন: তোমরা কি জানো, এগুলো কিসের কিতাব? আমরা আরয করলাম: আপনিই বলা ছাড়া আমরা কিভাবে জানতে পারি, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ডান হাতের কিতাবের দিকে ইশারা করে ইরশাদ করেন: এটি **রাব্বুল আলামিনের** পক্ষ থেকে প্রেরিত সেই কিতাব, যাতে জান্নাতবাসীদের নাম এবং পূর্ব পুরুষ আর সম্প্রদায়ের নাম রয়েছে এবং শেষে তাদের সবার মোট সংখ্যাও দেয়া হয়েছে, না এতে বৃদ্ধি করা যাবে এবং না এতে কমানো যাবে। অতঃপর অপর হাত মুবারকের কিতাবের দিকে ইশারা করে ইরশাদ করেন: **রাব্বুল আলামিনের** পক্ষ থেকে প্রেরিত কিতাব, যার মধ্যে সকল দোযখীদের, তাদের পূর্বপুরুষ এবং সম্প্রদায়ের নাম রয়েছে, শেষ দিকে তাদের মোট সংখ্যাও দেয়া হয়েছে, এতে না বৃদ্ধি করা যাবে, না কমানো যাবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ঈমান বিল কদর, ১/৩৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাক দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল জান্নাতবাসী এবং

www.dawateislami.net

দোযখবাসীদের চিনেন বরং তাদের পূর্বপুরুষ, তাদের বংশ পরিক্রমা এবং তাদের বংশ ইত্যাদি সব কিছু সম্পর্কে অবহিত, এমনকি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এও জানেন যে, সৃষ্টির মধ্যে কোন সৌভাগ্যবান ঈমান আনয়ন করবে এবং কোন দূর্ভাগা বঞ্চিত থাকবে। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলার** অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের ঈমানের দৌলতও দান করেছেন, সুতরাং আমদের সবার উচিৎ যে, **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে ঈমানের উপর অটলতা এবং ঈমান সহকারে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে থাকা এবং ঈমান রক্ষার চিন্তায় নিজেকে সকল গুনাহ থেকে দূরে রাখুন, বিশেষ করে সেসব গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন, যার কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

ডর লাগতা হে ঈমাঁ কাহিঁ হো জায়ে না বরবাদ,
ছরকার বুরে খাতেমে সে মুঝ কো বাঁচানা।
জব দম হো লবোঁ পর এ্যয় শাহানশাহে মদীনা,
তুম জলওয়া দেখানা মুঝে কলমা ভি পড়ানা।
আক্বা মেরা জিস ওয়াক্ত কেহ দম টুট রাহা হো,
উস ওয়াক্ত মুঝে চেহারায়ে পুরনূর দেখানা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শরহুস সুদুরে বর্ণিত রয়েছে: কতিপয় ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: মন্দ মৃত্যুর চারটি কারণ রয়েছে: (১) নামাযে অলসতা। (২) মদ্যপান। (৩) পিতা-মাতার অবাধ্যতা। (৪) মুসলমানদের কষ্ট দেয়া। (শরহুস সুদুর, বাবু আলামাতিল খাতিমাতুল খাইর, ২৭ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! মন্দ মৃত্যুর আরো অনেক কারণ বর্ণিত হয়েছে, যার বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত ৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা **"মন্দ মৃত্যুর কারণ"** খুবই উপকারী।

রিসালা "মন্দ মৃত্যুর কারণ"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রিসালায় তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মন্দ মৃত্যু সম্পর্কে হাদীস শরীফ, বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী এবং ঘটনাবলীর পাশাপাশি চুগলী ও হিংসার পরিচিতি এবং এই মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয়ঙ্কর পরিনতি আর সুদর্শণ বালকের

www.dawateislami.net

সাথে মেলামেশার শাস্তি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন, আজই সকল ইসলামী ভাই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই রিসালা মূল্য পরিশোধ করে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনুবাদ মজলিশের প্রচেষ্টায় এই রিসালা আরবী, বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি, সিন্ধি, তামিল এবং চাইনিজ ভাষা সহ মোট ১২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কিতাব "ফয়যানে মে'রাজ" এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মে'রাজের ঈমান তাজাকারী ঘটনার আরো বিস্তারিত জানতে এবং এর থেকে অর্জিত **প্রিয় আক্বা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের মাদানী ফুল সংগ্রহ করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ফয়যানে মে'রাজ"** এর অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে ❀ মে'রাজের ধারাবাহিক ধাপগুলোর বিস্তারিত ❀ মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরে পর্যবেক্ষণ ❀ আকাশের সফরের সময় এবং জান্নাত ও দোযখের পর্যবেক্ষন ❀ আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাতের বিস্তারিত ❀ অনেক মাদানী ফুল এবং ❀ মে'রাজ শরীফ সম্পর্কে কতিপয় নাতের কালাম ইত্যাদি খুবই উত্তম পদ্ধতিতে ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধ করে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অপর ইসলামী ভাইকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা করতে, গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং নেকীর প্রতি স্থায়ীত্ব অর্জন করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২টি মাদানী কাজে আমলীভাবে অন্তর্ভূক্ত

www.dawateislami.net

হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত অর্জন করার চেষ্টা করুন! ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হচ্ছে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় তিলাওয়াত ও নাত এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনা, সম্মিলিত ভাবে যিকিরুল্লাহ্ করা এবং ভাব গাম্ভীর্যময় দোয়ায় নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করার পাশাপাশি উত্তম সঙ্গ অবলম্বন করার সুযোগও সৃষ্টি হয়। হাদীস শরীফেও উত্তম সঙ্গ অবলম্বনের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবী হুরাইরা, ৩/২৩৩, হাদীস নং-৮৪২৫) আর একত্রে যিকিরুল্লাহ্ করা ব্যক্তিদের ক্ষমা এবং গুনাহকে নেকীতে রূপান্তরিত করার সুসংবাদও শুনানো হয়েছে। (শুয়াবুল ঈমান, আল ফসলুস সানি ফি যিকরি আ'সার..., ১/৪৫৪, হাদীস নং-৬৯৫) আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার একটি ঈমান তাজাকারী বাহার শ্রবণ করি: যেমনিভাবে-

দেখো এই পরিবেশই নগন্যকে অনন্য বানিয়ে দিলো

ছিচা ওয়াতনি (জিলা সাহিওয়াল, পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাইয়ের উদাসীনতায় অতিবাহিত করা নিজের জীবনের মুহূর্তগুলো সম্পর্কে কিছুটা এরূপ বর্ণনা করেন: আমার জীবন পরিপূর্ণ উদাসীনতায় কেটে ছিলো, আমার উজাড় হওয়া বাগানে উন্নতি ও পথপ্রদর্শনের অভিবাদন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত এক আশিকে রাসূলের বরকতময় সহচর্যের প্রেক্ষিতেই হলো। তার ইনফিরাদী কৌশিশ আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নিকটবর্তী করে দিলো এবং আমি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। যখন আমি প্রথমবার সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করলাম তখন আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, এসব কিছু আমার ভাল লাগলো কিন্তু যখন ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী ইসলামী ভাইয়েরা একই আওয়াজে মুহাব্বত সহকারে যিকিরুল্লায় লিপ্ত হলো তখন আমার অজান্তেই হাসি চলে আসলো যে, এই লোকেরা পাগলের মতো কি শুরু করলো! (وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ) আমি এমনিভাবে নির্বোধ কুমন্ত্রনায় মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ রূহানিয়্যতের এমন এক ঝটকা এলো যে, আমি আপনাতেই যিকিরুল্লায় লিপ্ত হয়ে গেলাম এবং এমনভাবে আত্মহারা হয়ে গেলাম যে, আমার আশেপাশের খবরও ছিলো না, অন্তরে আশ্চার্যজনক অবস্থা ও প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই যিকির ও দোয়া বরকতে আমার স্বভাবে গাম্ভীর্য ভাব সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং পূর্ববর্তী গুনাহ

www.dawateislami.net

থেকে তাওবা করে নামায ও সুন্নাতের পথের অনুসারী হয়ে গেলাম। আমি মুখে দাঁড়ি মোবারক এবং মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ রমযানুল মুবারকে সম্মিলিত ইতিকাফের বরকত লাভের সৌভাগ্যও অর্জন করলাম, এখন আমার সম্মানিত আব্বাজানও দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিয়েছেন এবং পুরো পরিবার সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় মুরীদ হয়ে গেলো।

ইচি মাহোল নে আদনা কো আলা কর দিয়া দেখো
আন্ধেরা হি আন্ধেরা থা উজালা কর দিয়া দেখো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আমাদের **প্রিয় আক্বা, শবে মে'রাজের দুলহা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অদৃশ্যের জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে শ্রবণ করছিলাম, আসুন আরো কিছু শ্রবন করি, মে'রাজের রাতে যখন জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام দরবারে রিসালতে صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত ছিলেন, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনলে পবিত্র মাথা মোবারক আসমানের দিকে উঠালেন এবং ইরশাদ করলেন: আসমানের এই দরজা আজ খোলা হয়েছে এবং আজকের পূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি, অতঃপর এই দরজা দিয়ে একজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হলে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই ফিরিশতা আজ অবতীর্ণ হয়েছেন, এর পূর্বে আর কখনো অবতীর্ণ হননি।

(মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন ওয়া কসরূহা, বাব ফদলুল ফাতিহা..., ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮০৬)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আসমানের কোটি কোটি দরজা রয়েছে, যা দিয়ে বিভিন্ন বস্তু আসা যাওয়া করে, একটি দরজা এটাও, যা শুধুমাত্র মে'রাজ রজনিতেই **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য খোলা হয়েছিলো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৩৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উৎসর্গীত হোন **প্রিয় আক্বা, মিরাজ রজনীর দুলহা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শ্রবণ শক্তির প্রতি। কেননা, জমিনে থেকেও না শুধু আসমানের আওয়াজ শুনে নিলেন বরং আসমানের দরজা এবং তা দিয়ে অবতীর্ণ হওয়া ফিরিশতাকেও প্রত্যক্ষ করে নিলেন এবং শুধু তাই নয় বরং আপন

www.dawateislami.net

অসাধারণ অদৃশ্যের জ্ঞানের মাধ্যমে এটাও ইরশাদ করে দিলেন যে, এই দরজা আজকের পূর্বে কখনো খোলা হয়নি আর এই ফিরিশতাও আজকের পূর্বে কখনো জমিনে অবতরন করেনি।

সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রবণ শক্তিকে যেন একটি পংতিতে এভাবে লিখেন:

দূর ও নজদিক কে সুননে ওয়ালে ওহ কান,
কানে লা'আলে কারামত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশীশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কিরূপ শান ছিলো আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যে, মাটিতে থেকেই আসমানের অবস্থা বর্ণনা করছেন এবং যখন আসমানে ছিলেন তখন জমিনের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, যেমনিভাবে; হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন যে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করলে সেখানে কিরাত শুনলাম, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এটি কে? তখন ফিরিশতা আরয করলো: ইনি হচ্ছেন হযরত হারেছা বিন নু'মান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ। (কিতাবু মা'রেফাতুস সাহাবা, যিকরে মানাকিব হারেছা..., ৪/২১৬, হাদীস নং-৪৯৮২) এমনিভাবে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত নুয়াইম বিন আব্দুল্লাহ্ নুজ্জাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর কাঁশিকে জান্নাতে শ্রবণ করেছিলেন।

(কিতাবু মা'রেফাতুস সাহাবা, যিকরে মানাকিব নু'আইম..., ৪/২৮৯, হাদীস নং-৫১৭৭)

জানতে পারলাম যে, জমিনে থেকেও আসমান, জান্নাত, আরশ এবং সকল ফিরিশতা **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির আওতায় এবং জান্নাতে থেকেও জমিনে সংগঠিত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত।

আরশ পর ভি সালতানাত হে ফরশ পর ভি সালতানাত
দোনো আ'লম পর তুমহারী হে হুকুমত ইয়া রাসূল! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনি ভাল ভাল কথা শুনতে শিখতে নিজের অন্তরে ইশকে রাসূলের প্রদীপ জালাতে এবং **প্রিয় আক্বা, দু'জাহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে তবলীগে

www.dawateislami.net

কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ফয়েয দ্বারা শুধু সাধারন ইসলামী ভাইয়েরাই উপকৃত হয় না বরং এই মসজিদ ভরো ও মাদানী সংগঠন তো সাধারণের পাশাপাশি বিশেষ ব্যক্তিত্বদের মাঝেও মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের নিকট নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তা পৌঁছাতে সদা সচেষ্ট রয়েছে।

মজলিশে উকিল ও জজ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই পর্যন্ত দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৩টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"মজলিশে উকিল ও জজ"**। ওকালতি আমাদের সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ন সেক্টর, যাতে অসংখ্য লোক সম্পৃক্ত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ওকালতী পেশায় সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইদের জন্যও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে **"মজলিশ উকিল ও জজ"** নামে একটি মজলিশ প্রতিষ্ঠিত, এই মজলিশের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জজ ও উকিলদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করা, এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** এই অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে এবং আখিরাতের চিন্তার মাদানী মানষিকতাও তৈরী করা। বিভিন্ন সময়ে উকিল ও জজদের তরবিয়্যতি ইজতিমা এবং মাদানী মুযাকারার ব্যবস্থাও করা হয়, অনেক আশিকানে রাসূল উকিল ও জজদের ঘরেও মাদানী হালকা এবং ইজতিমায়ে যিকির ও নাত ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়ে থাকে। **আল্লাহ্ তাআলা "মজলিশে উকিল ও জজ"** এর আরো উন্নতি দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্‌র দয়া হয় যেন এই ধরাতে,
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর শহীদদের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জব মাসের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র শহীদদের স্মরণও জড়িত। আসুন! সেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র শহীদদের কল্যানময় আলোচনা শ্রবণ করি: আসলে তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রসারিত শান ও শওকত দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কিছু শত্রু ২৫শে রজবুল মুরাজ্জব ১৪১৬ হিজরী সোমবার রাত প্রায় ১২টার দিকে মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রাণ নাশের ব্যর্থ চেষ্টা করে, কিন্তু "যাকে **আল্লাহ্** বাঁচিয়ে রাখেন তাকে কে-ইবা মারতে পারে"। শত্রুদের উদ্দেশ্য মাটিতে মিশে গেলো এবং **আল্লাহ্ তাআলা** সুন্নাতের আরো খেদমত নেয়ার জন্য আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আশিকের উপর কোন আঁচড় লাগতে দেননি, তবে সেই ফায়ারিং এর ফলে তাঁর দু'জন নিকটতম মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আলহাজ্ব উহুদ রযা আত্তারী কাদেরী রযবী এবং মুহাম্মদ সাজ্জাদ রযা আত্তারী কাদেরী রযবী শাহাদাতের অমিয় সূধা পান করে নিয়েছিলেন।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ঘটনায় بِسْمِ الله এর ১৯টি হরফের সাথে সম্পর্ক রেখে ১৯ লাইন সম্বলিত একটি কালাম লিখেছেন, আসুন এর কয়েকটি চরন শ্রবন করি:

আচানক দুশমনোঁ নে কি ছড়াই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হুয়ে দো জাঁ বাহক ইসলামী ভাই ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
মেরা দুশমন তো মুঝ কো খতম করনে আ'হি পৌঁছা থা, মে কুরবাঁ তুম নে মেরী জাঁ বাঁচায়ী ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
শহীদে দা'ওয়াতে ইসলামী সাজ্জাদ ও উহুদ আক্বা, রাহে জান্নাত মে একজা দুনো ভাই ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
নেহী ছরকার! যা'তি দুশমনি মেরী কিসি সে ভি, মেরী হে নফস ও শয়তাঁ সে লড়াই ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
মাকাবিল দুশমন ইসলাম কে এ্যয়সা বানা গো'ইয়া, কোয়ী দিওয়ার হো সীসা পালাই ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
এহি হে জুরম মেরা সুন্নাতোঁ কা আদনা খাদিম হুঁ, হে মে নে সুন্নাতোঁ সে লো লাগাই ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
আগর ছে জান জায়ে খেদমতে সুন্নাত না ছুড়োঁগা, শাহা! করতে রাহে মুশকিল কুশায়ী ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৪৯-৩৫০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা মে'রাজের সফর এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইব সম্পর্কে মাদানী ফুল কুড়ানোর চেষ্টা করেছি, আমরা শুনলাম যে, ❀ **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মে'রাজের অসাধারণ মুজিযা দান করেছেন ❀ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কলবে মোবারকে মে'রাজে তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার পূর্বে নূর ও প্রজ্ঞা দ্বারা আরো পূর্ন করে দেয়া হয়েছিলো ❀ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে আকসায় **আম্বিয়ায়ে কিরামের** عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমামত করেন ❀ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমান সমূহের পরিভ্রমন করেন ❀ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মে'রাজের রাতে এমন এক মহান নেয়ামত দান করা হয়েছে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন **রব তাআলার** দীদার করেন ❀ এবং কথোপকথনের মর্যাদায়ও ধন্য হন ❀ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফিরে এসে মে'রাজের ঘটনার অস্বীকারকারী কুরাইশের কাফেরদের সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শন বর্ণনা করেন ❀ কুরাইশের কাফেরদের কাফেলার অবস্থা বর্ণনা করেন ❀ এমনকি **অদৃশ্যের জ্ঞানে জ্ঞানী প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাফেলা সমূহের ফিরে আসার সময়ও ইরশাদ করেন ❀ নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ইলমে গাইবের (অদৃশ্যের জ্ঞানের) সেই দরজা খুলেছেন যে, স্বয়ং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তাআলা** আমার জন্য পুরো দুনিয়া থেকে পর্দা (আবরণ) উঠিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং দুনিয়াকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে তা এমনভাবে দেখছি, যেমন নিজের হাতের তালু দেখছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সীনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে নখ কাটার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ❀ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায় তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা) ❀ হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) ❀ পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে; ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। (প্রাগুক্ত) ❀ অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায়) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) ❀ দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত) ❀ কর্তিত নখ মাটিতে পুঁতে দিন আর যদি সেগুলো বাইরে ফেলেও দেন তবে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

মুঝকো জযবা দেয় সফর করতা রাহোঁ পরওয়ারদিগার,
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বার বার।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা-৬৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

www.dawateislami.net

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net